০২-০১-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের এই জন্ম হল মরজীবা জন্ম অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় মৃত স্বরূপ থাকা, তোমরা ঈশ্বরের কাছে বর্সা প্রাপ্ত করছ, তোমরা খুব বড় লটারি পেয়েছ, তাই অপার খুশীতে থাকতে হবে"

প্রশ্নঃ- নিজেকে কোন্ কথাটি বোঝাবে যাতে চিন্তা মিটে যাবে? রাগ কমে যাবে ?

উত্তর :- আমরা হলাম ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের বাবা সম মিষ্টি মধুর হতে হবে। যেমন বাবা মিষ্টি করে বুঝিয়ে দেন , রাগ করেন না । ঠিক তেমন ভাবে নিজেদের মধ্যে মিষ্টি মধুর হয়ে থাকতে হবে। লবণাক্ত (লুনপানি) হবে না, কারণ তোমরা জানো, যে সেকেন্ড পার হল সেসব ড্রামাতে ছিল। কোন্ কথায় চিন্তা করবে । এমন এমন বলে নিজেকে বোঝাবে তাহলেই চিন্তাও থাকবেনা, রাগও কমে যাবে।

গীত : এই বসন্তের সময় হল জগৎকে ভুলে আনন্দে থাকার সময়....।

ওম্ শান্তি । এ হল ঈশ্বরীয় সন্তানদের খুশীর গান। তোমরা এত খুশীর গান সত্যযুগে করতে পারবে না । এখন তোমরা খাজানা প্রাপ্ত করছ। এ হল সবচেয়ে বড় লটারি। লটারি পেলে খুশী তো হয়। তোমরা আবার এই লটারি দিয়ে জন্ম জন্মান্তরের সুখ ভোগ কর। এই হল তোমাদের মরজীবা জন্ম (জীবিত অবস্থায় মৃত স্বরূপ)। যারা জীবিত অবস্থায় মরেনা তাদের মরজীবা জন্ম বলা হবেনা। তাদের খুশীর পারদও চড়বেনা। যতক্ষণ মরজীবা হবেনা অর্থাৎ বাবাকে আপন করবেনা , ততক্ষণ সম্পূর্ণ বর্সাও প্রাপ্ত হবেনা। যারা বাবার আপনজন হয় , যারা বাবাকে স্মরণ করে তাদের বাবাও স্মরণ করেন। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। তোমাদের নেশা রয়েছে যে আমরা ঈশ্বর পিতার কাছে বর্সা অথবা বর প্রাপ্ত করি, যার জন্য ভক্ত জন ভক্তি মার্গে ধাক্কা খায়। বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনেক চেষ্টা করে। কত বেদ , শাস্ত্র , ম্যাগাজিন ইত্যাদি পাঠ করে। কিন্তু দুনিয়া তো দিন প্রতিদিন দুঃখে ভরে যায়, এই দুনিয়াকে তমোপ্রধান হতেই হবে। এ হল বাবলা গাছ । বাবুলনাথ এসে কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করেন। সব বিশাল কাঁটায় পরিণত হয়েছে। খুব জোরে আঘাত করে। অনেক রকমের নাম দেওয়া হয়েছে। সত্যযুগে হয়না। বাবা বলেন -- এই হল কাঁটার দুনিয়া। একে অপরকে দুঃখ দিতে থাকে। বাড়িতে বাচ্চারাও এমন কুপুত্র হয়ে যায় যে বলার নয়। মাতা পিতাকে অনেক দুঃখ দেয়। সবাই একরকম হয়না। সবচেয়ে বেশি দুঃখ কে দেয় ? মানুষ জানেনা। বাবা বলেন এই গুরু মুনি জন পরমাত্মার মহিমা লুপ্ত করে দিয়েছে। আমরা তো ওঁনার অনেক মহিমা করি। তিনি হলেন পরম পূজ্য পরম পিতা পরমাত্মা। শিবের চিত্র খুব সুন্দর রয়েছে। কিন্তু অনেকে এমন আছে যারা মানবেনা যে শিব এমন কোনো জ্যোতি বিন্দু নয় কারণ তারা আত্মা কে পরমাত্মা বলে দেয়। আত্মা অতি সূক্ষ্ম যে ভ্রুকুটির মাঝখানে বিরাজিত, তাহলে পরমাত্মা এত বিশাল আকারের কিভাবে হবেন ? বিদ্বান , আচার্য জন বী. কে. দের উপহাস করেন যে পরমাত্মার এমন স্বরূপ হতে পারেনা। তিনি হলেন অখন্ড জ্যোতির্ময় তত্ব হাজার সূর্যের চেয়ে তেজস্বী । বাস্তবে এইসব হল ভুল। বাবার সঠিক মহিমা বর্ণনা বাবা নিজেই বলেন। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। এই সৃষ্টি হল একটি উল্টো বৃক্ষ। সত্যযুগ, ত্রেতায় ওনাকে কেউ স্মরণ করেনা। মানুষের যখন দুঃখ হয় তখন ওঁনাকে স্মরণ করে -- হে ভগবান , হে পরম পিতা পরমাত্মা দয়া করুন। সত্যযুগ ত্রেতায় কেউ

দয়া প্রার্থনা করেনা। ওই হল রচয়িতা পিতার নতুন রচনা। এই বাবার মহিমা হল অপরমঅপার। জ্ঞানের সাগর , পতিত পাবন তিনি। জ্ঞানের সাগর নিশ্চয়ই জ্ঞান দিয়েছেন। তিনি হলেন সত্য, চিত্ত , আনন্দ স্বরূপ। চৈতন্য স্বরূপ। জ্ঞান তো চৈতন্য আত্মা-ই ধারণ করে। যদি আমরা দেহ ত্যাগ করি তবুও আত্মাতে জ্ঞানের সংস্কার তো আছেই। শিশু অবস্থায় সেই সংস্কার হবে , কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় ছোট থাকার দরুন বলতে পারেনা। অর্গান বড় হলে স্মরণ করানো হয় , তখন মনে পড়ে যায়। ছোট বাচ্চারাও শাস্ত্র ইত্যাদি মুখস্থ করে । এই সবই হল পূর্ব জন্মের সংস্কার। এখন বাবা আমাদের নিজের জ্ঞানের বর্সা প্রদান করেন। সম্পূর্ণ সৃষ্টির জ্ঞান ওঁনার কাছেই আছে কারণ তিনি হলেন বীজরূপ । আমরা নিজেদের বীজরূপ বলবনা। বীজের ভিতর নিশ্চয়ই বৃক্ষের আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান থাকবে তাইনা। তাই বাবা নিজেই বলেন আমি হলাম সৃষ্টির বীজরূপ। এই বৃক্ষটির বীজ উপরে অবস্থিত। তিনি পিতা সত্য চিত্ত আনন্দ স্বরূপ, জ্ঞানের সাগর। সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান থাকবে। নয়তো কি থাকবে ? শাস্ত্রের জ্ঞান থাকবে নাকি ? সে জ্ঞান তো অনেকেরই আছে। পরমাত্মার কথা নিশ্চয়ই নতুন কিছু হবে তাইনা। যে কথা কোনো বিদ্বান লোকের জানা নেই। কাউকেও জিজ্ঞাসা করো -- এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের উৎপত্তি, পালনা , সংহার কিভাবে হয় , এর আয়ু কত , এর বৃদ্ধি হয় কিভাবে ... কেউ বোঝাতেই পারবেনা। একমাত্র গীতা হল সর্ব শাস্ত্রের মধ্যে শিরোমণি, বাকি সব হল গীতার শাস্ত্রের সন্তান। যদি গীতা পাঠ করে কিছুই বোঝেনা তবে অন্য শাস্ত্র পড়ে কি লাভ ? বর্সা প্রাপ্তি তো গীতা পাঠ করেই সম্ভব। এখন বাবা সম্পূর্ণ ড্রামার রহস্য বলে দিচ্ছেন। বাবা পাথরবুদ্ধি থেকে পারস বুদ্ধি করে পারস নাথ স্বরূপে পরিণত করছেন। এখন সব পাথর বুদ্ধি , পাথর নাথ হয়েছে। কিন্তু তারা নিজেদের বড় বড় নাম টাইটেল দিয়ে নিজেকে পারস বুদ্ধি ভেবে নিয়েছে। বাবা বলেন আমার মহিমা হল সবচেয়ে আলাদা। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর , সুখের সাগর। এমন মহিমা তোমরা দেবতাদের করতে পারোনা। ভক্তজন দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে বলে -- আপনারা সর্বগুণ সম্পন্ন .... । বাবার তো একটি মাত্র মহিমা। সেসব ও আমরা জানি। এখন আমরা মন্দিরে গেলে বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে যে ইনি হয়তো ৮৪ বার জন্ম নিয়েছেন । এখন আমাদের কত খুশি আছে। প্রথমে তো এইসব খেয়াল ছিলনা। এখন বুঝতে পারো যে আমাদের এইরূপ হতে হবে। বুদ্ধিতে পরিবর্তন ঘটে।

বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন -- নিজেদের মধ্যে খুব মধুর হয়ে থাকবে। লবনাক্ত হবেনা। বাবা কি কখনও রাগ করেন ? খুব মিষ্টি করে বুঝিয়ে দেন। এক সেকেন্ডও পাস করলে বলবে ড্রামাতে এই পার্টও ছিল। এর জন্যে আর কি চিন্তা । এমন করে নিজেকে বোঝাতে হবে। তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান কোনো অংশে কম নাকি। এই কথাটি তো বুঝতে পারো যে ঈশ্বরীয় সন্তানরা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কাছে থাকবে। ঈশ্বর হলেন নিরাকার ওঁনার সন্তানও হবে নিরাকার। সেই সন্তান রাই এখানে বস্ত্র (দেহরূপী) ধারণ করে পার্ট প্লে করে। স্বর্গে হল দেবী দেবতা ধর্মের মানুষ। যদি সকলের হিসেব করা যায় তো কত মাথা ঘামাতে হবে। কিন্তু বুঝতে পারবে যে নম্বর অনুযায়ী সময় অনুসারে কম জন্ম গ্রহণ করেছে। আগে জানত যে মানুষ কুকুর বিড়াল রূপে জন্ম নেয়। এখন বুদ্ধি তে রাত দিনের তফাৎ রয়েছে। এইসব হল বুদ্ধি দ্বারা ধারণ করার কথা। সার কথা হল যে এখন ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ হয়েছে। এখন এই পুরানো দেহটি ত্যাগ করতে হবে। সকলের এই হল পুরানো জর্জরিত, তমোপ্রধান দেহ, এর প্রতি মমত্ব রাখবে না । পুরানো দেহকে আর স্মরণ করে কি হবে। এখন তো নতুন দেহের কথা স্মরণ করবে, যা সত্যযুগে প্রাপ্ত হবে। মুক্তিধাম হয়ে সত্যযুগে আসবে। আমরা জীবনমুক্তিতে যাই, অন্যরা যায় মুক্তিতে। একেই বলা হয় জয়জয়কার, হাহাকারের পরে হয়

জয়জয়কার। এত মানুষ মরবে কোনো নিমিত্ত কারণ তো থাকবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় হবে। শুধু সমুদ্রের দ্বারা সর্ব ভূ খণ্ডের বিনাশ হবেনা। সব কিছু বিনাশ হবেই। বাকি ভারত অবিনাশী খন্ড রূপে থেকে যাবে কারণ এইটি হল শিববাবার জন্ম স্থল। সুতরাং ভারত হল সর্বোত্তম তীর্থ স্থান। বাবা সকলের সদগতি করেন , এই কথাটি কারো জানা নেই। ওঁনাকে না জানা-টাই হল ড্রামাতে নির্দিষ্ট। তবেই বাবা বলেন যে হে বাচ্চারা তোমরা কিছুই জানতেনা , আমি-ই তোমাদের রচয়িতা ও রচনার অথবা মনুষ্য সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে বলি। যে বিষয়ে ঋষি মুনি জন অনন্ত , অনন্ত বলে গেছেন। এই কথাটি কি বুঝেছে যে পাঁচ বিকার হল সম্পূর্ণ দুনিয়ার একমাত্র শত্রু। ভারতবাসী যে রাবণের দহন বছর বছর করেই চলেছে। তার কথা কেউ জানেনা কারণ সেই রাবণ না দৈহিক না আত্মিক। বিকারের তো কোনো রূপ নেই। মানুষ এক্ট করতে নামলে জানতে পারে যে এর ভিতরে কাম রূপী, ক্রোধ রূপী ভূত বিদ্যমান আছে। এই বিকারের স্টেজও উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ হয়। কারোর মধ্যে কাম বিকারের নেশা একেবারে তম প্রধান থাকে, কারো রজো প্রধান নেশা, কারো সত প্রধান নেশা থাকে। কেউ আবার বাল ব্রহ্মচারীও হয়। তারা ভাবে এইসব সামলানো একরকমের ঝঞ্ঝাট। তাদেরকেই সবচেয়ে ভাল বলা হবে। সন্ন্যাসীদের মধ্যেও যারা বাল ব্রহ্মচারী হয় তাদের ভালো বলা হয়। গভর্নমেন্টের জন্যেও ভালো , জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়না। পবিত্রতার শক্তি প্রাপ্ত হয়। এইসব হল গুপ্ত। সন্ন্যাসীরাও পবিত্র , ছোট বাচ্চারাও পবিত্র , বানপ্রস্থি রাও পবিত্র হয়। অর্থাৎ পবিত্রতার শক্তি প্রাপ্ত হয়। তাদেরও নিয়ম আছে বাচ্চাদের অমুক বয়স পর্যন্ত পবিত্র থাকতে হবে। সুতরাং সেই শক্তিও প্রাপ্ত হয়। তোমরা হলে সত প্রধান পবিত্র। এই শেষ জন্মে তোমরা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা কর। তোমরা সত্যযুগের স্থাপনা করবে। যে করবে সে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে, নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে।

এই হল ঈশ্বরীয় পরিবার। ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা থাকি কল্পে মাত্র একবার। তারপর দেবতাদের বংশে তো অনেকবার জন্ম হয়। এই একটি জন্ম-ই দুর্লভ জন্ম। এই ঈশ্বরীয় কুল হল অতি উত্তম , সর্বোত্তম । ব্রাহ্মণ কুল সবচেয়ে উঁচু শিখরে। সবচেয়ে নীচের কুল থেকে আমরা সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ কুলে পৌঁছে যাই। শিববাবা যখন ব্রহ্মা রচনা করেন তখন ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। কত খুশী অনুভব হয় , যারা বাবার সার্ভিসে থাকে। আমরা ঈশ্বরের সন্তান রূপে ঈশ্বরের শ্রীমৎ অনুসারে চলি। নিজের চাল চলন দ্বারা ওঁনার নাম উঁচু করি। বাবা বলেন তারা হল অসুরী গুণ ধারী , তোমরা দিব্য গুণধারী হও। যখন তোমরা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তোমাদের চলন ভালো হবে। বাবা বলবেন এই হল দিব্য গুণ ধারী , নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। অসুরী গুণ যুক্ত মানুষও আছে ক্রম অনুযায়ী। বাল ব্রহ্মচারীও আছে। সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকেন সে তো ভালো কথা। কিন্তু তাঁরা কারো সদগতি করতে পারেননা। যদি কোনো গুরু সদগতি করতেন তবে সঙ্গে নিয়ে যেতেন , কিন্তু তাঁরা নিজেরাই ছেড়ে চলে যান। এখানে বাবা বলেন আমি তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। আমি এসেছি তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে। তাঁরা নিয়ে যাবেনা। নিজেরাই গৃহস্থে জন্ম গ্রহণ করেন। সংস্কার বশতঃ সন্ন্যাসীদের দলে যোগ দেন। নাম রূপ তো প্রতিটি জন্মে বদলায়। এইসব এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে সত্যযুগে এখানকার পুরুষার্থ অনুসারে পদমর্যাদা প্রাপ্ত হবে। সেখানে এইসব জানা থাকবেনা যে আমরা এই পদ লাভ কিভাবে করি। এইসব জ্ঞান তো এখন আছে যে কল্প পূর্বে যে যেরকম পুরুষার্থ করেছে , সেরকম এখনও করবে। বাচ্চাদেরও সাক্ষাৎকার করানো হয়েছে যে সেখানে বিবাহ ইত্যাদি কিভাবে হবে। বিশাল ময়দান , বাগান ইত্যাদি থাকবে। এখন তো ভারতেই কোটি কোটি জনসংখ্যা রয়েছে। সেখানে তো কিছু লক্ষ জন থাকবে। সেখানে এত লম্বা এত উঁচু বাড়ি কি আর

থাকবে । এইসব এখনই আছে কারণ জায়গার অভাব । সেখানে এত শীত হবেনা। সেখানে দুঃখের কোনো চিহ্নই থাকবেনা। গরমও এত হবেনা যে হিল স্টেশন যেতে হবে। নাম ই হল স্বর্গ। এই সময়ে মানুষ কাঁটার জঙ্গলে বাস করছে। যত সুখের আশা করে ততই দুঃখ বাড়তে থাকে। এবারে খুব দুঃখ দেখবে। যুদ্ধ হলে রক্তের নদী বইবে। আচ্ছা।
এই মুরলি সব বাচ্চাদের সামনে শোনানো হচ্ছে। সামনে শোনা এক নম্বর , টেপ রেকর্ডে শোনা দুই নম্বর , মুরলি পড়া তিন নম্বর। সতোপ্রধান , সতো এবং রজো। তম বলা হবেনা। টেপ রেকর্ডে হুবহু শোনা যায়। আচ্ছা।

বাপদাদা এবং মিষ্টি মায়ের হারানিধি বাচ্চাদের স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) নিজের চাল চলন এবং দিব্য গুণের দ্বারা বাবার নাম উঁচু করতে হবে। অসুরী অবগুণ গুলি ত্যাগ করতে হবে।

২) এই পুরানো জর্জরিভূত দেহে মমত্ব না রেখে নতুন সত্যযুগী দেহকে স্মরণ করতে হবে। পবিত্রতা দ্বারা গুপ্ত সহযোগ করতে হবে।

বরদান :- বাবার প্রতিটি নির্দেশ বা নিয়ম দ্বারা লাভ প্রাপ্তকারী মর্যাদা পুরুষোত্তম ভব ।

ব্যাখা: বলা হয় -- যত কায়দা তত ফায়দা অর্থাৎ যত নিয়ম তত লাভ , তাই অমৃতবেলা থেকে যত নিয়ম আছে সেসব পালন করবে, অবহেলা করবেনা। পড়াশোনা, অমৃতবেলা , সেবা ইত্যাদি যা কিছু রুটিন নির্দিষ্ট আছে, তাতে মন না থাকলেও রুটিন মিস করবে না । যেমন ভক্তজন নিয়মের পালন অবশ্যই করেন, মন্দিরে যাওয়ার মন না থাকলেও যান । তোমরা তো নিজেরাই হলে ল' মেকার্স অর্থাৎ নিয়মের রচয়িতা, এই অনুভূতি দ্বারা প্রত্যেকটি নিয়ম পালন করো তাহলে মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে যাবে।

স্লোগান - যার কাছে সন্তুষ্টতার বিশেষ গুণ আছে তার কাছে সর্ব গুণ স্বতঃই থাকবে ।